সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মারাত্মক শিক্ষক সঙ্কট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, দেশের ৩১৭টি সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে ২৪১ প্রধান শিক্ষক, ২৮১ সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ৫৬১ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে আছে। কোন কোন সরকারি হাইস্কুলে প্রধান বা সহকারী প্রধান কোন পদেই শিক্ষক নেই। জ্যেষ্ঠ কোন শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন এবং তিনি তার প্রধান দায়িত্ব পাঠদানের কাজ করতে পারছেন না। এসবের কারণে স্কুলগুলোতে প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে। অনেক শিক্ষক নির্বাহী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষক অথবা জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের কথা শোনেন না।

নির্বাহী প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় তারা ঠিকমতো স্কুল প্রশাসন চালাতে পারেন না। তেমনি তাদের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকরা সহযোগিতাও সচরাচর করেন না। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে বিশৃঙ্খলা চলছে এবং পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। দেশের ৬৮টি স্কুলে শিক্ষক সঙ্কট ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এসব স্কুলে দুই শিফটে পাঠদান করতে হচ্ছে। ফলে স্কুলে বাড়তি সহকারী প্রধান শিক্ষক বিশেষভাবে প্রয়োজন। শিক্ষকদের মতে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ডাইরেক্টরেট দায়ী। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের ২০ শতাংশ কোটা পূরণের জন্য সরকারি কর্মকর্তারা অতি উৎসাহী হলেও বাকি ৮০ শতাংশ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কাজটিতে তারা কোন উৎসাহ দেখান না। ফলে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তবে ৩১৭টি সরকারি স্কুলে ৫৬১ সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

গত মার্চ মাসের ৭ তারিখে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ডাইরেক্টরেটের প্রধানরা বলেন, প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের আশু কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা প্রধান শিক্ষক পদের জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নেই। এখানে তারা যোগ্যতার কথা বলছেন না। নিয়মানুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষকদের ৪ বছর স্বপদে অভিজ্ঞতার পর প্রধান শিক্ষকের পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের অভিজ্ঞ সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই। অন্যদিকে ৩১৭টি স্কুলে ২৮১ সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রাখা হয়েছে। ফলে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ডাইরেক্টরেট ব্যর্থ হয়েছে। এটি এক ধরনের 'চেইন রিএকশন' বলা যেতে পারে। এ সমস্যা সমাধানের কোন উপায় শিক্ষা কর্মকর্তারা বের করতে পারেননি। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের পদোন্নতি দেয়ার জন্য গত ১৭ জানুয়ারি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে নাকি একটি তালিকা পাঠানো হয়েছিল। যথাযথ যোগ্যতা নেই বলে সেই তালিকা নাকি ফেরত পাঠানো হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোর জন্য শিক্ষক রিক্রুট করার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার অবহেলার জন্যই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এসব কর্মকর্তার দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাবও হতে পারে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বস্তরে শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ বরাবরই করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্নীতির জন্য শিক্ষক নিয়োগে ঘাটতি থাকবে কেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনও অতীতে এ কাজে সঠিক ভূমিকা পালন করেনি। সরকারি স্কুলগুলোতে বর্তমান সঙ্কট বিবেচনা করে, দ্রুত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশে এর জন্য যোগ্য প্রার্থীর অভাব আছে বলে আমাদের মনে হয় না। অন্যদিকে প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ পূরণের জন্য শিক্ষা প্রশাসনে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গা ছেড়ে দিলে হবে না। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশ মানার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্যদিকে দেশের বেসরকারি স্কুলগুলোর অবস্থাও শোচনীয় বলতে হবে। দেশের ১৭ হাজার ৯০৫টি বেসরকারি সেকেন্ডারি ও জুনিয়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মধ্যে ৩ হাজার ৩৭১টিতে কোন প্রধান শিক্ষক নেই। অতএব, এসব প্রতিষ্ঠানেও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।